দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ APR. 19 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

90

বাংলা শব্দের বানান

ইদানীং ভাষা এবং জাতি শব্দের বানানে ই-কার (ি) দেওয়া হইতেছে। 'ইংরেজী' বানান লেখা হইতেছে 'ইংরেজি'। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বানান সংস্করণ অনুযায়ী 'ইংরেজী' হইবে। উক্ত সংস্করণ অনুযায়ী (১) স্ত্রী লিঙ্গবাচক, (২) জাতিবাচক, (৩) ভাষাবাচক, (৪) ব্যক্তিবাচক ও (৫) বিশেষণবাচক শব্দের অন্তে ঈ-কার (ী) হইবে। ইংরেজী ভাষাবাচক শব্দ বিধায় ঐ শব্দের অন্তে ঈ-কার (ী) অর্থাৎ ইংরেজী হইবে। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যায় যে, (ক) নামের পদবীবাচক শব্দ (যেমনঃ মিয়াজী, চৌধুরী, শাহাজী, বার্নার্জী, চাটার্জী, চক্রবর্তী ইত্যাদি) এবং (খ) স্থানের নামবাচক শব্দ (যেমনঃ করাচী, দিল্লী, রাজশাহী, রাজবাড়ী, নরসিংদী, মাধবদী, বনানী, শ্যামলী, পল্লবী ইত্যাদি) এর অন্তে-ঈ-কার (ী) হইবে। কেহ কেহ তৎসম (বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ) অ-তৎসম (তদ্ভব, দেশ, বিদেশী, মিশ্র শব্দ অর্থাৎ বাংলায় ব্যবহৃত শব্দ)-এর অজুহাত তুলিয়া বলিতে পারেন যে, ইংরেজী অ-তৎসম শব্দ বিধায় 'ইংরেজী' অর্থাৎ এই সকল শব্দের অন্তে ই-কার (ি) হইবে। তৎসম শব্দের অন্তে ঈ-কার থাকিলে ঈ-কার এবং ই-কার থাকিলে ই-কার হইবে। বিষয়টি ব্যাখ্যা করিলে বোঝা যায় যে, তৎসম শব্দ অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দের বানান যথাযথ ও অপরিবর্তিত থাকিবে। অন্যদিকে অ-তৎসম শব্দের অন্তে কখনও ঈ-কার দেওয়া যাইবে না অর্থাৎ ই-কার দিতে হইবে অর্থাৎ ঐ শব্দের বানান পরিবর্তনযোগ্য। ইহা অবশ্যই ঠিক নহে। এই ধরনের বিভাজনমূলক ব্যাখ্যা মানিয়া লইলে স্বতন্ত্র ভাষা বাংলা ভাষার প্রতি অবমাননা করা হইবে। সুতরাং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান বিষয়ের ব্যাখ্যা অধিক গ্রহণযোগ্য। তাহাছাড়া অ-তৎসম শব্দ চেনার কোন উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না। কাজেই তৎসম ও অ-তৎসম এর দ্বন্দ্বে না ভুগিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্করণ অনুসরণ করাই শ্রেয়।

এ জেড, এম কামাল উদ্দিন,
ব্যবস্থাপক (শ্রম ও কল্যাণ),
লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস লিঃ
ডেমরা, ঢাকা।